আবিষ্কার গাইড - ৬

জীবনের দ্বিতীয় সুযোগ

জীবনের বহুলাংশ বৌদ্ধ হিসাবে অতিবাহিত করে, এক পূর্ণবয়স্ক লোক সিঙ্গাপুরে খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করলে তাকে প্রশ্ন করা হয় ঃ ''আচ্ছা মিঃ লিম, খ্রীষ্টান এবং বৌদ্ধের মধ্যে আপনি কি পার্থক্য দেখতে পাচ্ছেন ?''

তিনি উওর দেন, ''সহজ কথা, যীশুকে ত্রাণকর্তারূপে পাওয়ার পর থেকে আমার হৃদয় অনাবিল শান্তিতে ভরে উঠেছে ।''

খ্রীষ্টকে প্রাণকেন্দ্র করলে এমনটাই ঘটে ।

খ্রীষ্টীয় জীবনের পরিণাম পরম শান্তি -- কল্যাণ ও নিরাপত্তার নির্মল অনুভূতি । যারা এই আবিষ্কারের অংশী, তারা লাভ করে জীবনের দ্বিতীয় সুযোগ--যীশু ।

১।

দৈহিকভাবে জীবন যাপন করে অনেকের জীবনে সুসময় আসতে পারে, কিন্তু অবশেষে তার মৃত্যু হয় -- এরা হল আত্মিক মৃত্যু ।

আত্মিকভাবে মৃত ব্যক্তিকে শয়তান পাপ এবং অবাধ্যতার কুন্ডলীপথে নিচে নামিয়ে দেয় । কিন্তু সুসমাচারের অদ্ভুত সত্য হল ঈশ্বর এই অধঃপতিতদের ভালবাসেন। তারা পাপে মৃত হলেও মহাপ্রেমের খাতিরে তিনি তাদের মহাসংকট থেকে উদ্ধার করেন ।

আমরা প্রেমের অযোগ্য হলেও ঈশ্বর আমাদের প্রেম প্রদর্শন করেছেন ।

তাঁর অনুগ্রহ আমাদের মধ্যে খ্রীষ্টে নতুন জীবন সৃষ্টি করেছে ।

ঈশ্বর ব্যতিরেকে আমরা নিজেদের পরিবর্তন করতে সক্ষম নয় । বিশ্বাস এবং আনুগত্য নিয়ে তাঁর সামনে এলে তিনি বিনামূল্যে উপহার হিসাবে আমাদের দ্বিতীয় সুযোগ প্রদান করেন।

২।

ক) আমাদের পাপমুক্ত হতে হবে ।

''সকলেই পাপ করিয়াছে এং ঈশ্বরের গৌরববিহীন হইয়াছে ।''
- রোমীয় ৩ : ২৩ ।

খোলাখুলি বলতে হলে ঃ আমরা সঠিক পথে চলতে পারি না । পিতা বা মাতা তার সন্তানদের উত্তেজিত হয়ে প্রহার করেন । রেষারেষি করে যানচালক দুর্ঘটনা ঘটিয়ে বসে । কোন ছাত্র ঈর্ষাবশত অপর ছাত্রের নিন্দা করে । কোন ব্যবসায়ী করদানের সময় তার আয়ের অনেক অংশ লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করে । ''সকলেই পাপ করিয়াছে,'' এটা মানব স্বভাব ।

বাইবেল কিভাবে পাপের সংজ্ঞা দেয় ?

''সমস্তঅধার্মিকতাই পাপ ।'' - ১ যোহন ৫ ঃ ১৭

সকল প্রকার স্বাস্থ্য হানিকর দ্রব্য এবং জুলুমবাজি আমাদের পরিহার করতে হবে ঃ মিথ্যা, ক্রোধ, ব্যভিচার, ও তিক্ততা সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করতে হবে ।

''যে কেহ পাপচরণ করে, সে ব্যবস্থা লঙ্ঘনও করে, আর ব্যবস্থালঙ্ঘনই পাপ ।'' - ১ যোহন ৩ ঃ ৪

খ) ঈশ্বরের সঙ্গে ভঙ্গ সম্পর্ক জোড়া লাগাতে হবে ।

''তোমাদের অপরাধ সকল তোমাদের ঈশ্বরের সহিত তোমাদের বিচ্ছেদ জন্মাইয়াছে, তোমাদের পাপ সকল তোমাদের হইতে তাঁহার শ্রীমুখ আচ্ছাদন করিয়াছে ।'' - যিশা ৫৯ ঃ ২

ক্ষমাহীন পাপ ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কে ছেদ ঘটায় । শয়তানের কৃত ভগ্ন সম্পর্কের পুনঃস্থাপনা করতেই খ্রীষ্টের আগমন ।

গ) পাপের শাস্তি -- অনন্ত মৃত্যু থেকে আমাদের উদ্ধর পেতে হবে ।

''যেমন এক মনুষ্য দ্বারা পাপ, ও পাপ দ্বারা মৃত্যু জগতে প্রবেশ করিল, আর এই প্রকারে মৃত্যু সমুদয় মনুষ্যের কাছে উপস্থিত হইল, কেননা সকলেই পাপ করিল ।'' - রোমীয় ৫ ঃ ১২

ঘ) পাপময়, সুখহীন শূন্য জীবন থেকে আমাদের মুক্ত হতে হবে ।

পাপীর শেষ পরিণাম মৃত্যু ।

ঙ) পাপলিপ্ত জগৎ থেকে আমাদের উদ্ধার পেতে হবে ।

আমাদের অবশ্যই পাপ পরিপূর্ণ জগৎ থেকে উদ্ধার পেতে হবে । পাপের ফলেই জগতে দুঃখদুর্দশা, অন্তর্বেদনা, নিঃসঙ্গতা, যুদ্ধ, ব্যাধি, ও মৃত্যুর প্রকোপ ।

৩।

কেবলমাত্র যীশুই আমাদের উদ্ধার করতে পারেন ।

ক) যীশু আমাদের পরিত্রাণ দিতে পারেন ।

''তুমি তাঁহার নাম যীশু রাখিবে, কারণ তিনিই আপন প্রজাদিগকে তাহাদের পাপ হইতে ত্রাণ করিবেন ।'' - মথি ১ ঃ ২১

জনৈক হিন্দু তার এক খ্রীষ্টান বন্ধুকে বলেছিলেন , ''আমি হিন্দু ধর্মের অনেক কিছুই খ্রীষ্টানদের মধ্যে দেখতে পাই না । কিন্তু খ্রীষ্টানদের একটা জিনিস আছে যা হিন্দুদের নাই -- ত্রাণকর্তা ।''

জগতের মধ্যে কেবল খ্রীষ্টান ধর্মই মানুষকে ত্রাণকর্তা উপহার দিতে পারে ।

খ) ঈশ্বরের সঙ্গে ভগ্ন সম্পর্ক যীশু জোড়া লাগাতে পারেন ।

''তৎকালে তোমরা খ্রীষ্ট হইতে বিভিন্ন, ... তোমাদের আশা ছিল না, আর তোমরা জগতের মধ্যে ঈশ্বরবিহীন ছিলে । কিন্তু এখন খ্রীষ্ট যীশুতে, পূর্বে দূরবর্তী ছিলে যে তোমরা, তোমরা খ্রীষ্টের রক্ত দ্বারা নিকটবর্তী হইয়াছ ।'' - ইফি ২ ঃ ১২, ১৩

যীশু আমাদের নিকটবন্ধু । তাঁর বিশুদ্ধ রক্তের মাধ্যমে আমাদের পাপ ক্ষমা হয়েছে । পাপকে জয় করার শক্তি প্রতিনিয়ত তিনি আমাদের মধ্যে সঞ্চার করেন । প্রতি সংকটে তিনি আমাদের উদ্ধার করতে সদা তৎপর ।

গ) পাপের দন্ড -- অনন্ত মৃত্যু থেকে যীশু আমাদের উদ্ধার করতে পারেন ।

''কেননা পাপের বেতন মৃত্যু ; কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহ দান আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টেতে অনন্ত জীবন ।'' -- রোমীয় ৬ ঃ ২৩

আমরা ব্যবস্থা লঙ্ঘনকারী, মৃত্যুদন্ডের অধিকারী । অনন্ত মৃত্যু থেকে উদ্ধার করে যীশু আমাদের অনন্ত জীবন প্রদান করেন ।

''ঈশ্বর আমাদের প্রতি তাঁহার নিজের প্রেম প্রদর্শন করিতেছেন ; কারণ আমরা যখন পাপী ছিলাম, তখনও খ্রীষ্ট আমাদের নিমিত্ত প্রাণ দিলেন ।'' - রোমীয় ৫ ঃ ৮

তাঁর অব্যর্থ প্রেমের কারণে, যীশু আমাদের জন্য মৃত্যুবরণ করলেন । আর আমাদের জন্য পাপের সম্পূর্ণ যন্ত্রণা ভোগ করার জন্য ঈশ্বর আর আমাদের ক্ষমা করে নিষ্পাপরূপে গ্রহণ করতে কুণ্ঠিত নন ।

ঘ) পাপক্লিষ্ট, অশান্ত জীবন থেকে যীশু আমাদের মুক্তি দিতে পারেন ।

''ফলতঃ কেহ যদি খ্রীষ্টে থাকে, তবে নূতন সৃষ্টি হইল ; পুরাতন বিষয়গুলি অতীত হইয়াছে দেখ, সেগুলি নূতন হইয়া উঠিয়াছে ।'' - ২ করিন্থীয় ৫ ঃ ১৭

নিজেদের কর্মের মাধ্যমে আমরা কোন দিন পাপমুক্ত বা পরিবর্তিত হতে পারি না (রোমীয় ৭ ঃ ১৮) । আমাদের ইচ্ছাশক্তির চেয়ে পাপ শক্তিমান । কিন্তু খ্রীষ্ট ''তাঁহার আত্মা দ্বারা আন্তরিক মনুষ্যের সম্বন্ধে শক্তিতে সবলীকৃত'' করেন (ইফি ৩ ঃ ১৬) । আমাদের ধ্বংসাত্মক কদভ্যাসের স্থানে তিনি তাঁর সবল গুণাবলি -- প্রেম, শান্তি, আনন্দ, করুণা, এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ, স্থাপন করেন (গালা ৫ ঃ ২২, ২৩) । আর আমরা নতুন জীবনের অধিকারী হই ।

এতক্ষষরধ এয়ফবনড় পরিবর্তনের আশা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করেছিলেন । তিনি মদ ছাড়ার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন, কারণ তিনি জানতেন এর জন্য তার স্ত্রী এবং দুই মেয়ে দশ বছর যাবৎ জঘন্য নরকযন্ত্রণা ভোগ করছে । এক দিন সকালে তিনি আত্মহত্যার জন্য প্রস্তুত হয়ে, মরার পূর্বে ঈশ্বরের কাছে তার অপরাধ স্বীকার করেন । এই প্রার্থনায় বিহ্বল হয়ে তিনি নিরস্ত হন । তিনি সান্ত্বনা খুঁজে পান । তিনি খ্রীষ্টের কাছে শপথ করেন এবং আত্মিক শক্তিতে বলবান হয়ে ওঠেন । চিরকালের জন্য তিনি মদ্যপ্যান ত্যাগ করেন । স্ত্রী ও কন্যাদের প্রতি তার কর্তব্য সম্বন্ধে তিনি সচেতন হন । তিনি কর্মে মনোনিবেশ করেন এবং ইউ. এস. সিনেটে তার স্থান হয় । তিনি জগতের মহোত্তম পরিবর্তনকারী শক্তির আবিষ্কারক হলেন - যীশু ।

ঙ) পাপময় জগৎ থেকে যীশু আমাদের ত্রাণ করতে পারেন ।

পরবর্তী চারখানি আবিকার গাইডে বিষয়টি বিশদভাবে আলোচিত হবে ।

৪।

১ম পদক্ষেপ ঃ আপনার জীবনে পাপের মোকাবিলার জন্য খ্রীষ্টকে আহ্বান করুন।

পাপমুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের ভূমিকা কি ?

''অতত্রব তোমরা মন ফিরাও, ও ফির, যেন তোমাদের পাপ মুছিয়া ফেলা হয়।'' - প্রেরিত ৩ ঃ ১৯

মানুষকে কে মন ফেরাতে প্রবৃত্ত করে ?

''ঈশ্বরের মধুর ভাব যে তোমাকে মনপরিবর্তনের দিকে লইয়া যায়, ইহা কি জান না ?'' - রোমীয় ২ ঃ ৪ (২ করি ৭ ঃ ৯ পদ দেখুন) ।

অনুতাপ মানে অতীত পাপের জন্য দুঃখ প্রকাশ । ঈশ্বরের করুণার আহ্বানে সাড়া দেওয়া, যে করুণার জন্য আমাদের পাপময়তার স্থলে খ্রীষ্ট মৃত্যুবরণ করলেন । ঈশ্বরকে আঘাত হানে বলে আমরা পাপের পথে পা বাড়াব না । আমরা যখন খ্রীষ্টে নতুন জীবনের অভিজ্ঞতা লাভ করি, তখন অতীতের ভুলগুলি যথাসম্ভব শুধরে নিতে পারি (যিহিস্কেল ৩৩ ঃ ১৪ - ১৬) ।

অতীতের পাপ মোচনকল্পে ঈশবরের পরিকলপনা কি ? মনপরিবর্তন এবং ক্ষমা উভয়ই ঈশ্বরের করুণার দান ।

''আর তাঁহাকেই ঈশ্বর অধিপতি ও ত্রাণকর্তা করিয়া আপন দক্ষিণ পার্শ্বে উন্নত করিয়াছেন, যেন তিনি মনপরিবর্তন ও পাপমোচন দান করেন ।''
- প্রেরিত ৫ ঃ ৩১

আর আমরা যখন অনুতাপ করি, পরেমময় ত্রাণকর্তা আমাদের পাপ মোচন করে, আমাদের পরিশুদ্ধ করে সেই পাপকে গভীর সাগরে নিক্ষেপ করেন ।

''যদি আমরা আপন আপন পাপ স্বীকার করি, তিনি বিশ্বস্ত ও ধার্মিক, সুতরাং আমাদের পাপ সকল মোচন করিবেন, এবং আমাদিগকে সমস্ত অধার্মিকতা হইতে শুচি করিবেন ।'' - ১ যোহন ১ ঃ ৯

যে ত্রাণকর্তা আমাদের জন্য কালভেরী ক্রুশে মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁর পক্ষে ক্ষমা করা সম্ভব নয় এমন কোন ভয়ঙ্কর পাপ নাই । যে যীশুকে বিশ্বাস করে শুধু এক বার তাঁর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করে দেখুক । ক্ষমা যাচঞা না করলে খ্রীষ্টের মৃত্যু স্বাভাবিকভাবে আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে পারে না । আমাদের পাপের ফলশ্রুতিতে তাঁর কোমল হস্তপদ প্রেকবিদ্ধ হলেও তিনি ব্যগ্রভাবে আমাদের উদ্ধার করতে উদগ্রীব । আমাদের কেবল তাঁর ক্ষমা ও পুনর্মিলনের উপহারকে গ্রহণ করতে হবে ।

বাড়ি থেকে পলাতক একটি ছেলের কাছে সংবাদ এল, তার মা মৃত্যুশয্যায় । এই খবরে ছেলে ব্যথা পেয়ে বাড়ি ফিরল । ছুটে গিয়ে সে শোকে মাসয়ের বিছানায় উবুড় হয়ে পড়ল । অঝোর নয়নে কাঁদতে কাঁদতে সে মাতয়ের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করল । মা সন্তানকে বুকে টেনে নিয়ে মৃদু কণ্ঠে বললেন, ''তুমি মুখে একবার বললে তোমাকে আমি করেই ক্ষমা করে দিতাম ।''

আপনি যদি ঈশ্বরের সান্নিধ্য থেকে দূরে পালিয়ে থাকেন -- দয়া করে একবার চিন্তা করুন আপনার স্বর্গীয় পিতা আপনাকে ফিরে পেতে কত ব্যাকুল । আপনি তাঁর অনুগ্রহ লাভ করার চেয়ে অতিরিক্ত তাঁর কিছু কামনা নাই । যীশু আপনাকে ভালোবাসেন । তিনি আপনার জন্য প্রান বিসর্জন দিয়েছেন । তিনি আপনাকে ক্ষমা করার জন্য সর্বদাই প্রস্তুত রয়েছেন । সুতরাং মনপরিবর্তনের আহ্বানে সাড়া দিতে দেরি করছেন কেন ? আপনার অপরাধ স্বীকার করুন । তাঁর প্রতিশ্রুতিকে বিশ্বাস করতে বিলম্ব করবেন না ।

২য় পদক্ষেপ ঃ খ্রীষ্টের থেকে নতুন জীবন লাভ করুন ।

যীশুর থেকে নতুন জীবন লাভ করত হলে আপনার হয়েছেন কেবল বিশ্বাস করা যে যীশু সত্যিই আপনাকে ত্রাণ করতে সক্ষম । প্রশ্নাতীতভাবে মেনে নিন যে যীশু আপনাকে ক্ষমা করে শুচিচিত্ত করে দিয়েছেন । আপনার পুরাতন পাপাসক্ত জীবনের পরিবর্তে দান করেছেন সম্পূর্ণ নতুন এবং পরিবর্তিত জীবন । ঈশ্বরের সন্তান হিসাবে যীশুর থেকে নতুন জীবন লাভের অধিকার আপনার আছে । এই জীবন কর্মের মাধ্যমে অর্জন করা দুঃসাধ্য ।

এটি স্বর্গীয় পিতার দয়ার দান। নতুন জীবন দানে ঈশ্বরের ভূমিকা কি ?

''যীশু উওর করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, সত্য, সত্য, আমি তোমাকে বলিতেছি, নূতন জন্ম না হইলে কেহ ঈশ্বরের রাজ্য দেখিতে পায় না '' । - যোহন ৩ ঃ ৩

যীশুর মতে, কোন বিশ্বাসী অনুতপ্ত পাপীর প্রকৃতই নতুন জন্ম হয় ।

৩য় পদক্ষেপ ঃ খ্রীষ্টীয় জীবনে নিয়ত স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে

প্রিয় বন্ধু খ্রীষ্টের সাহচর্যে আসতে হয় । আত্মিক উন্নতির জন্য ঈশ্বর আমাদের পাঁচটি দিব্য সহায়তা প্রদান করেছেন ঃ বাইবেল অধ্যয়ন, প্রার্থনা, ধ্যান, অন্য খ্রীষ্টবিংশ্বাসীর সঙ্গে সহভাগিতা, এবং অপরের কাছে সাক্ষ্য প্রদান । খ্রীষ্টে বাস করলে আমরা যে কোন দিন কোন ভুল করব না, এটা টিক নয় । কিন্তু যখনই আমরা হোঁচট খাব এবং ভুল করে ফেলব, তখনই খ্রীষ্টের মার্জনা ভিক্ষা করতে হবে ।

৫।

এতক্ষষরধ এয়ফবনড় যুক্তরাট্রের সিনেটর পদে থেকে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। কিন্তু তার কাছে খ্রীষ্টের কাছে আত্ম - সমর্পণ ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ।

হেরল্ড একান্তে বাইবেল অধ্যয়ন করতেন, যীশুর করুণায় দুই সন্তানের মুখ দেখে তার হৃদয় বিগলিত হয় । তার হৃদয়টা এমন পাল্টে যায় যে ধ্বংসাত্মক বোতলের প্রতি তার মনে ঘৃণার উদ্রেক হয় । তার চক্ষু জলে ভরে যায় । সে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে ফিরে আসে । যীশু প্রকৃতই মানুষকে দ্বিতীয় সুযোগ প্রদান করেন ।

ত্রাণকর্তা বাসনা করেন প্রত্যেকেই যেন অবশেষে তাঁর বক্ষে ফিরে আসে ।

আপনি কি খ্রীষ্টের একান্ত আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন ? আপনি যদি এখন ও খ্রীষ্টকে ব্যক্তিগত ত্রাণকর্তা হিসাবে গ্রহণ না করে থাকেন, এক্ষুনি তা করুন । পিতাকে বলুন, ''হে পিতা, আমার আগেকার পাপময় জীবনের জন্য আমি খুবই অনুতপ্ত । আমার স্থলে মৃত্যুবরণ করতে তোমমার পুত্রকে জগতে প্রেরণ করার জন্য ধন্যবাদ, হে প্রভু যীশু আমাকে দ্বিতীয় সুযোগ দাও । আমার পাপ সকল ক্ষমা কর । আমি নতুন জন্মের আস্বাদ পেতে চাই । এই আবেদন ও প্রার্থনা যীশু নামে চাই, আয়েন ।